إناء

ميخائيل نعيمة

عَصَرتُ فُؤادي في إناءٍ مِنَ الهَوى

وَأَدنَيتُهُ مِن مِرشَفِ الفُقَراءِ

আমি আমার হৃদয় নিংড়ে ভালোবাসার পাত্রে ঢাললাম,

আর তা এগিয়ে দিলাম গরীবের ঠোঁটের পানপাত্রের সামনে।

فَقالوا خُمورٌ ما تُبَرِّدُ غُلَّةً

فَتَمتَمتُ واهاً أَكبدَ الشُعَراءِ

তারা বলল, "এ মদ তো তৃষ্ণা মেটাতে পারে না,"

আমি বিড়বিড় করলাম, "আহ! কবিদের হৃদয়!

(কবিদের হৃদয়ের কষ্ট ও আবেগ বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়)

أَيُنكَرُ حَتّى البُؤسُ ما فيكِ مِن غِنىً

وَأَيذُ غِذاءٍ أَنتِ لِلبُؤَساءِ

তোমার হৃদয়ের ঐশ্বর্য কি এমনকি দারিদ্র্যও অস্বীকার করে?

অথচ তুমি তো নিঃস্বদের আত্মার খাদ্য!

وَذَوَّبتُ قَلبي في إناءٍ مِنَ الهَوى

وَأَدنَيتُهُ مِن مِرشَفِ الرُؤَساءِ

আমি আবার হৃদয় গলিয়ে ভালোবাসার পাত্রে রাখলাম,

এবার তা নিয়ে গেলাম শাসকদের পানপাত্রের মুখে।

RAFIQUL HASAN

وَقُلتُ لَهُم هذا هُوَ العَدلُ فَاِشرَبوا

لَعَلَّكُم تُصغَونَ لِلضُعَفاءِ

আমি বললাম, “এটা ন্যায়বিচার, পান করো তা,

হয়তো তখন তোমরা দুর্বলদের আর্তনাদ মনযোগদিয়ে শুনবে ।”

فَمالوا جَميعاً عَن إِنائي وَغَمغَموا

إِناؤُكَ مَحظورٌ عَلى الزُعَماءِ

তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো, মুখে গুঞ্জন করে বলল,

“তোমার পাত্র তো শাসকদের জন্য নিষিদ্ধ!”

وَذَوَّبتُ قَلبي في إِناءٍ مِنَ الهَوى

وَأَدنَيتُهُ مِن مِرشَفِ السُجَناءِ

আমি হৃদয় গলিয়ে ঢাললাম ভালোবাসার আরেক পাত্রে,

এবার তা এগিয়ে দিলাম কারাবন্দীদের ঠোঁটের কাছে।

وَقُلتُ لَهُم هذا عَزاءُ قُلوبِكُم

فَلِلأَبرِياءِ التاعِسينَ دمائي

আমি বললাম, “এটা তোমাদের হৃদয়ের সান্ত্বনা,

আমার রক্ত তোমাদের মতো নির্দোষ বেদনাগ্রস্তদের জন্য।”

فَقالوا دِماءٌ ما تَحِلُّ قُيودَنا

فَهاتِ قَوانيناً لِغَيرِ قَضاءِ

RAFIQUL HASAN

"তারা বলল, ‘রক্ত আমাদের শৃঙ্খল মুক্ত করতে পারবে না,

আমাদের এমন আইন দরকার যা নিয়তির বাইরেও কার্যকর হয়।’

وَذَوَّبتُ قَلبي في إِناءٍ مِنَ الهَوى

وَأَدنَيتُهُ مِن مِرشَفِ الحُكَماءِ

আবার হৃদয় গলিয়ে দিলাম প্রেমের পাত্রে,

এবার তা নিয়ে এলাম জ্ঞানীদের পানপাত্রের পাশে।

وَقُلتُ لَهُم هذا هُوَ النورُ فَاِشرَبوا

فَآراؤُكُم في حاجَةٍ لِضِياءِ

আমি বললাম, “এই তো আলোর ধারা, পান করো,

তোমাদের চিন্তাধারা জ্ঞানের অভাবে ভুগছে। "

فَقالوا وَقَد هَزّوا الرُؤوسَ شَماتَةً

ضِياؤُكَ هذا خِدعَةُ الجُهَلاءِ

তারা মাথা নাড়িয়ে হাস্যরস দেখিয়ে বলল–

তোমার এই আলো অজ্ঞদের মিথ্যা ফাঁদ।

وَذَوَّبتُ قَلبي في إِناءٍ مِنَ الهَوى

وَأَدنَيتُهُ مِن مِرشَفِ الأُمَراءِ

পুনরায় হৃদয় গলিয়ে ঢাললাম প্রেমের পাত্রে,

এবার তা নিলাম রাজপুত্রদের পেয়ালার দিকে।

وَقُلتُ لَهُم هذا هُوَ النُبلُ فَاِشرَبوا

وَطوفوا بِأَقداحي عَلى النُبَلاءِ

RAFIQUL HASAN

বললাম, “এই তো আভিজাত্য , এটা পান করো ,

আর আমার পেয়ালা নিয়ে ঘুরো অভিজাতদের মাঝে।”

فَقالوا أَتَحقيرٌ لِطَغراءِ جَدِّنا

وَما تَنسَلُ الأَصلابُ مِن شُرَفاءِ

তারা বলল, “তুমি কি আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যকে অপমান করছো?

কারণ মহান বংশের কেউ কখনো নিম্নগণ্য হতে পারে না।

وَذَوَّبتُ قَلبي في إِناءٍ مِنَ الهَوى

وَأَدنَيتُهُ مِن مِرشَفِ الشُعَراءِ

শেষবার আমি হৃদয় গলিয়ে দিলাম প্রেমের পাত্রে,

এবার তা এগিয়ে দিলাম কবিদের ঠোঁটে।

وَقُلتُ لَهُم هذا هُوَ الحُبُّ فَاِشرَبوا

فَأَزياؤُكُم مَرهونَةٌ لِفناءِ

বললাম, “এই তো প্রেম, পান করো,

তোমাদের সাজ তো নষ্ট হয়ে যাবে ক্ষণিকেই।”

إِذا الحُبُّ لَم يَضرِم لَهيبَ قُلوبِكُم

بَشِعتُم وَلَو جِئتُم بِأَلفِ رِداءِ

যদি প্রেম না জ্বালে অন্তরে জ্যোতির শিখা,

তবে হাজার সাজেও থাকবে কুৎসিত চেহারায়।

وَما زِلتُ في الدُنيا أَطوفُ بِخِمرَتي

وَحَولِيَ شَعبٌ هازِىءٌ بِوَفائي

RAFIQUL HASAN

আমি এই দুনিয়ায় ঘুরছি আমার ভালোবাসার পাত্র হাতে,

আমার চারপাশের মানুষগুলো আমার বিশ্বস্ততা নিয়ে অবহেলা করছে।

إِلى أَن دَهاني اليَأسُ فَاِختَرتُ عُزلَةً

أُفَتِّشُ فيها عَن حُطامِ رَجائي

যখন হতাশা ঘিরে ফেলল আমাকে, আমি বেছে নিলাম একাকীত্ব,

আর একাকীত্বের মাঝেই খুঁজি ভাঙা আশা আমার।”

وَذَوَّبتُ قَلبي في إِناءٍ مِنَ الهَوى

لِأَشرَبَها مَمزوجَةً بِبُكائي

আবার হৃদয় গলিয়ে দিলাম ভালোবাসার পাত্রে,

নিজেই তা পান করলাম চোখের জলের সঙ্গে মিশিয়ে।

فَشاهَدتُ قَلبي في إِنائِيَ ضاحِكاً

بِهِ دعةٌ عَذراءُ في خَيلاءِ

দেখি, আমার হৃদয় হাসছে সেই পাত্রে,

তাতে এক পবিত্র শান্তি, গর্বিত অভিমানী রূপে।

فَأَدنَيتُه مِن مِرشَفي وَشَرِبتُهُ

وَما زالَ ماءُ الحُبِّ مِلءَ إِنائي

আমি তা নিজের ঠোঁটে ধরলাম, পান করলাম নিঃশব্দে,

আর প্রেমের জলের পাত্র আজও আমার হৃদয়ে পূর্ণ হয়ে আছে।

RAFIQUL HASAN

خلاصة القصيدة 1

القصيدة "إناء" تصور معاناة الشاعر الروحية ومحاولاته المتكررة لتقديم قلبه المليء بالحب في إناءٍ من الهوى إلى فئات مختلفة من المجتمع؛ من الفقراء إلى الأمراء، من السجناء إلى الحكماء، ومن الشعراء إلى العامة. لكنه يواجه رفضًا وسخريةً من الجميع، إذ لا يُقدَّر الحب ولا الوفاء في عالمٍ يملؤه الجهل والمظاهر الكاذبة. في نهاية المطاف، يختار الشاعر العزلة، ويشرب من إنائه وحده، ليكتشف السلام الحقيقي في ذاته، حيث يبقى ماء الحب ممتلئًا في قلبه.

কবিতার খুলাসা:

'ইনায়' কবিতাটি এক গভীর আত্মিক যন্ত্রণার ছবি আঁকে, যেখানে কবি বারবার তাঁর ভালোবাসায় পূর্ণ হৃদয়কে এক ভালোবাসার পাত্রে রেখে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সামনে তুলে ধরেন—দরিদ্র, শাসক, বন্দি, জ্ঞানী, রাজপুত্র, এমনকি কবিদের কাছেও। কিন্তু কেউই তাঁর প্রেম, তাঁর আত্মত্যাগ ও হৃদয়ের বিশুদ্ধতা বুঝতে পারে না; বরং তাঁকে অবজ্ঞা, উপহাস ও প্রত্যাখ্যান করা হয়। শেষে তিনি নিঃসঙ্গতা বেছে নেন, নিজের পাত্র নিজেই পান করেন, এবং সেই ভালোবাসার মধ্যেই তিনি খুঁজে পান এক পবিত্র ও গর্বিত শান্তি।

الخلاصة لقصيدة 2

تدور قصيدة "إناء" حول رحلةٍ رمزيةٍ عميقة يقوم بها الشاعر، حيث يُشبّه قلبه بإناء ممتلئ بمشاعر الحب النقي والعطاء الصادق. يسكب هذا القلب المذاب في إناء الهوى، ويقدّمه في كل مرة لفئة مختلفة من المجتمع، على أمل أن تجد هذه المشاعر من يقدّرها ويحتضنها. إلا أنه يُقابل في كل مرحلة بالخذلان والرفض، مما يسلّط الضوء على فجوةٍ كبيرة بين القيم الروحية النبيلة والواقع المادي البائس.

فهو يذهب أولاً إلى الفقراء، ظنًّا منه أن من ذاقوا مرارة الحياة هم الأجدر بتقدير الحب، لكنهم يسخرون من شرابه ويصفونه بأنه لا يروي عطشهم. ثم يتوجّه إلى الرؤساء، لعلّهم يُنصفون المظلومين بعد أن يتذوّقوا هذا الحبّ، لكنهم يرفضونه، معتبرين إياه محرّمًا على الطبقات العليا.

RAHIQUL HASAN

ولا ييأس الشاعر، بل يقدّم إناءه للسجناء، في محاولة لمنحهم عزاءً روحيًا، لكنهم بدورهم يطلبون قوانين تُحرّرهم من القيود، لا مشاعر وعواطف. يتوجه بعدها إلى الحكماء علّهم يدركون أهمية النور الذي يحمله الحب، لكنهم يصفون ضياؤه بخدعةٍ ساذجة. ثم يعرضه على الأمراء، فيُتّهم بتحقير نسبهم ومكانتهم. حتى الشعراء الذين يُفترض أنهم أهلُ إحساسٍ، يخذلونه أيضاً، إذ يهتمون بالمظاهر دون الجوهر.

كل هذه التجارب ترمز إلى انحدار القيم في المجتمع، حيث لا يُفهم الحب كقوة روحية تُطهر القلوب وتمنح الإنسان معنى، بل يُنظر إليه كمجرد ضعف لا يليق بالعظماء أو النافذين. في النهاية، وبعد كل هذا الرفض، يختار الشاعر العزلة، وهناك فقط يشرب من إنائه، ممزوجًا بدموعه، ويكتشف أن الحب، وإن لم يُفهم أو يُقدَّر، لا يزال يُضيء قلبه ويمنحه كرامةً وسلامًا داخليًا.

*বাংলা অনুবাদ

"পাত্র" কবিতাটি একটি প্রতীকী ভ্রমণচিত্র তুলে ধরে, যেখানে কবি তাঁর হৃদয়কে ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ একটি পাত্র হিসেবে কল্পনা করেন। তিনি এই গলিত হৃদয়কে প্রেমের পাত্রে ঢেলে সমাজের নানা শ্রেণির মানুষের কাছে নিয়ে যান—গরিব, শাসক, বন্দি, জ্ঞানী, রাজপুত্র ও কবিদের কাছে—এই আশায় যে কেউ হয়তো এই ভালোবাসাকে বুঝবে, গ্রহণ করবে।

প্রথমে তিনি যান গরিবদের কাছে, ভাবেন তারাই বুঝবে হৃদয়ের ব্যথা, কিন্তু তারা বলেন, এই প্রেম তাদের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। এরপর তিনি শাসকদের কাছে যান, যেন তারা এটি পান করে ন্যায়বিচারে উদ্বুদ্ধ হয়, কিন্তু তারা বলেন—এই পাত্র তো ক্ষমতাবানদের জন্য নিষিদ্ধ! বন্দিদের সামনে নিয়ে যান, ভাবেন এটি তাদের সান্ত্বনা দেবে—কিন্তু তারা বলে, 'আমাদের দরকার এমন আইন যা মুক্তি এনে দেবে, শুধু আবেগ নয়।'

এরপর কবি যান জ্ঞানীদের কাছে, বলেন—এই প্রেমই তো জ্ঞান, আলো। কিন্তু তারা বলেন—এই আলো অজ্ঞদের ভ্রান্তি। রাজপুত্রদের কাছে গেলে তারা বলেন—এই প্রেম আমাদের ঐতিহ্য অপমান করছে। এমনকি কবিদের কাছেও যখন তিনি যান, যাদের হৃদয় কোমল ও কল্পনায় ভরা হওয়ার কথা—তারা বাহ্যিক সাজগোজে ব্যস্ত, প্রেমের গভীরতাকে বোঝে না।

এই অভিজ্ঞতাগুলো কবি বুঝিয়ে দেন—ভালোবাসা, আবেগ, আন্তরিকতা—এসব আজকের সমাজে মূল্যহীন। মানুষ বাহ্যিক রূপে মোহিত, ভেতরের আলো দেখার চোখ তাদের নেই। আর তাই, অবশেষে কবি একাকীত্ব বেছে নেন। নিজের চোখের জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিজেই পান করেন

RAFIQUL HASAN

ভালোবাসার সেই পাত্র থেকে। এবং তখনই তিনি অনুভব করেন—এই প্রেমই তাঁকে শান্তি, সম্মান এবং একটি পূর্ণ হৃদয় দিয়েছে, যা বাইরের পৃথিবী দিতে পারেনি।

এই কবিতায় ভালোবাসা, নিঃস্বার্থতা, প্রত্যাখ্যান, আত্মবোধ ও সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এক অপূর্ব চিত্র আঁকা হয়েছে, যা গভীর পাঠ ও উপলব্ধির দাবি রাখে।

* فكرة القصيدة*1

القصيدة تحمل رسالة عميقة عن النقاء الداخلي والوفاء في عالم مادي قاسٍ لا يقدّر القيم الروحية. الشاعر ينتقد طبقات المجتمع المختلفة لعدم تقبّلهم الحب الخالص، ويوضح أن الجمال الحقيقي لا يأتي من المظاهر، بل من اشتعال الحب في القلوب. وفي نهاية المطاف، يدعو إلى التأمل الذاتي والرجوع إلى القلب حيث يسكن الحب الصادق.

কবিতার মূল ভাবনা (ফিকরা):

এই কবিতাটি একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়—আত্মিক বিশুদ্ধতা, প্রেম ও বিশ্বস্ততা এক নির্মম ও উপকরণনির্ভর সমাজে খুব কমই মূল্য পায়। কবি সমাজের নানা শ্রেণির লোকদের সমালোচনা করেন, যারা বাহ্যিক চাকচিক্যকে বেশি গুরুত্ব দেয়, কিন্তু হৃদয়ের আগুনে জ্বলা ভালোবাসাকে অবহেলা করে। তিনি বলেন, প্রকৃত সৌন্দর্য আসে না বাহ্যিক সাজে, বরং হৃদয়ের প্রেমেই লুকিয়ে থাকে সত্যিকারের মর্যাদা। শেষে কবি আত্মজিজ্ঞাসার আহ্বান জানান—নিজের হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যিকারের প্রেমকে খুঁজে পাওয়াই প্রকৃত মুক্তি।

RAFIQUL HASAN

*"الفِكرة القصيدة *2

تعالج قصيدة "إناء" موضوع الاغتراب الروحي والبحث الدائم عن التقدير الحقيقي للمشاعر النبيلة في عالمٍ ماديٍّ سطحيّ. الشاعر يُجسّد قلبه كإناء مملوءٍ بالحبّ الصادق والعطاء الإنساني، ويقوم بعرض هذا الإناء على مختلف طبقات المجتمع: من الفقراء إلى الأغنياء، من السجناء إلى الحكّام، من الحكماء إلى الشعراء. لكنه يُقابل في كل مرةٍ بالرفض، والسخرية، وسوء الفهم.

من خلال هذه التجربة الرمزية، يكشف الشاعر عن قسوة المجتمع الذي يرفض القيم الروحية، ويستبدلها بالمظاهر، والنفاق، والمصلحة الذاتية. الحب، في نظر الشاعر، ليس فقط مشاعر عابرة، بل هو نورٌ يهدي العقول، وسكينةٌ تطمئن النفوس، وقيمةٌ تغيّر الإنسان من الداخل. لكنه، وللأسف، يجد أن العالم من حوله أعمى عن هذا النور، مشغولٌ بمظاهر فانية، لا يفهم إلا ما يَخدم أنانيته.

في النهاية، بعد أن يرفضه الجميع، يعود الشاعر إلى ذاته، إلى عزلته، ويشرب من إنائه الذي ملأه بالحبّ والدموع. وهناك فقط يجد الطمأنينة والسلام الحقيقي. الحب لا يفقد قيمته لأنه لم يُقبَل من الآخرين، بل يظل ساميًا، ما دام ينبع من قلبٍ صادق.

الرسالة الكبرى للقصيدة أن الحبّ الحقيقي لا يحتاج إلى اعتراف الآخرين كي يكون ذا قيمة، بل هو في ذاته خلاصٌ للروح، وتطهيرٌ للنفس، ونورٌ لا يُطفأ مهما أحاطه الظلام.

RAFIQUL HASAN

*বাংলা অনুবাদ

“পাত্র” কবিতার মূল বার্তা হলো—এই পৃথিবী আত্মিক বিচ্ছিন্নতা ও ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ, যেখানে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও মানবিকতা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। কবি নিজের হৃদয়কে কল্পনা করেন একটি পাত্র হিসেবে, যাতে তিনি নিঃস্বার্থ প্রেম ঢেলে তা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে নিয়ে যান—গরিব, ধনী, বন্দি, শাসক, জ্ঞানী, কবি—এই আশায় যে কেউ অন্তত তাঁর হৃদয়ের সত্যতাকে উপলব্ধি করবে।

কিন্তু প্রতিবার তিনি প্রত্যাখ্যাত হন—কেউ বলে, ‘এই প্রেম আমাদের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না’, কেউ বলে ‘এটা শাসকদের জন্য নয়’, কেউ প্রেমকে অজ্ঞদের ফাঁদ বলে ব্যঙ্গ করে। এমনকি কবিরা, যারা আবেগ বোঝার কথা, তারাও বাহ্যিক সৌন্দর্যে বেশি মনোযোগ দেয়।

এইসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কবি আমাদের সমাজের ভয়াবহ আত্মিক শূন্যতা প্রকাশ করেন। মানুষ প্রেমকে দুর্বলতা ভাবছে, নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। প্রেমের মতো পবিত্র অনুভূতিকে তারা অস্বীকার করে, ভুল বোঝে, অবহেলা করে।

শেষ পর্যন্ত, কবি আর কারো দয়ার প্রত্যাশা না করে নিজের চোখের জলের সঙ্গে প্রেম মিশিয়ে নিজেই তা পান করেন। তাতেই তিনি শান্তি খুঁজে পান। তিনি বোঝেন—প্রেমের প্রকৃত মহত্ব এই যে, তা অন্যের স্বীকৃতি ছাড়াও আলোকিত করতে পারে হৃদয়কে। এই প্রেমই আত্মার মুক্তি, হৃদয়ের আলো।

এই কবিতার গভীর শিক্ষা হলো—প্রেম, সততা, মানবিকতা কখনো অপচয় হয় না—even যদি তা কেউ না বোঝে। এগুলো যাঁর হৃদয়ে থাকে, তিনিই প্রকৃত অর্থে ধনী, সুন্দর ও পূর্ণ একজন মানুষ।

RAFIQUL HASAN

এখানে কবিতার প্রায়োগিক শব্দগুলোর বাংলা শব্দার্থ দেওয়া হলো (প্রাথমিক ৫০টি শব্দ):

1. *أَتحقير* – অপমান, অবমাননা
2. *أَطوف* – ঘুরি, ভ্রমণ করি
3. *أَكبد* – যন্ত্রণা, যকৃৎ (রূপকভাবে: অন্তরের গভীর কষ্ট)
4. *أَن* – যে, যেন
5. *أَنت* – তুমি
6. *أَيُنكَر* – কি অস্বীকার করা যায়
7. *أُفَتِّش* – আমি অনুসন্ধান করি, খুঁজি
8. *إذا* – যদি
9. *إلى* – প্রতি, দিকে
10. *إناء* – পাত্র
11. *إناؤُك* – তোমার পাত্র
12. *إنائي* – আমার পাত্র
13. *إنائِيَ* – আমার সেই পাত্র
14. *الأَصلاب* – পৃষ্ঠদেশ, বংশ, ঔরস
15. *الأُمَراء* – রাজপুত্রগণ, অভিজাত শাসকরা
16. *البُؤس* – দুঃখ, দুর্দশা
17. *التاعِسين* – বেদনাগ্রস্ত, হতভাগ্যরা
18. *الجُهَلاء* – মূর্খরা, অজ্ঞ লোক
19. *الحُب* – প্রেম
20. *الحُكَماء* – জ্ঞানীগণ
21. *الدُنيا* – দুনিয়া, পৃথিবী
22. *الرُؤوس* – মাথাগুলো
23. *الرُؤَساء* – নেতারা, শাসকরা
24. *الزُعَماء* – নেতা, উচ্চপদস্থগণ
25. *السُجَناء* – বন্দীরা

26. *الشُعَراء* – কবিরা
27. *العَدل* – ন্যায়বিচার
28. *الفُقَراء* – দরিদ্ররা
29. *النور* – আলো
30. *النُبل* – মহানুভবতা, অভিজাত চরিত্র
31. *النُبَلاء* – অভিজাতগণ
32. *الهَوى* – প্রেম, ভালোবাসা
33. *اليَأس* – হতাশা
34. *بَشِعتُم* – তোমরা কুৎসিত হলে
35. *بِأَقداحي* – আমার পেয়ালাগুলো নিয়ে
36. *بِأَلف* – এক হাজার
37. *بِبُكائي* – আমার কান্নার সঙ্গে
38. *بِخِمرَتي* – আমার মদ/ভালোবাসার পেয়ালা নিয়ে
39. *بِه* – তাতে
40. *بِوَفائي* – আমার বিশ্বস্ততার কারণে
41. *تَحِل* – মুক্ত করতে পারে
42. *تَنسَل* – জন্ম নেয়, উদ্ভূত হয়
43. *تُبَرِّد* – ঠাণ্ডা করে, প্রশমিত করে
44. *تُصغَون* – মনোযোগ দিয়ে শোনো
45. *جَدِّنا* – আমাদের পূর্বপুরুষ
46. *جَميعا* – সবাই
47. *جِئتُم* – তোমরা এসেছ
48. *حاجَة* – প্রয়োজন
49. *حَتّى* – এমনকি
50. *حُطام* – ধ্বংসাবশেষ, ভগ্নাংশ

RAHIQUL HASAN

পাত্র

আমি আমার হৃদয় নিংড়ে ঢাললাম প্রেমের পাত্রে,
আর এগিয়ে দিলাম গরীবের পানপাত্রের কাছে।
তারা বলল, "এ মদ তৃষ্ণা নিবারণ করে না,
আমি বললাম, "হায়! কবিদের বেদনা গভীর তাই তো!"
তোমার হৃদয়ের ঐশ্বর্য কেমন অপরূপ,
দরিদ্রও অস্বীকার করে তোমার সেই সম্পদ।
আবার হৃদয় গলিয়ে ঢাললাম ভালোবাসায়,
শাসকদের ঠোঁটে দিলাম প্রেমের পানপাত্র।
বললাম, "এটা ন্যায়, পান করো,
হয়তো শুনবে দুর্বলদের আর্তনাদ।"
তারা মুখ ফিরিয়ে গুঞ্জন করল,
"তোমার পাত্র শাসকদের জন্য নিষিদ্ধ।"
হৃদয় গলিয়ে ঢাললাম প্রেমের পাত্রে আবার,
কারাবন্দীর ঠোঁটে দিলাম সান্ত্বনার পানি।
বললাম, "এই রক্ত তোমাদের মতো নির্দোষদের জন্য,
সান্ত্বনা তোমাদের হৃদয়ের ব্যথার।"
তারা বলল, "রক্ত শৃঙ্খল ভাঙতে অক্ষম,
আমাদের চাই এমন আইন, যা নিয়তির বাইরেও চলে।"
আবার হৃদয় গলিয়ে ঢাললাম প্রেমের পাত্রে,
জ্ঞানীদের কাছে নিয়ে এলাম আলোর দানা।
বললাম, "এটা আলোর প্রবাহ, পান করো,
তোমাদের চিন্তা গলছে অজ্ঞতার অন্ধকারে।"
তারা মাথা নাড়িয়ে বলল, "এই আলো ফাঁদ,
অজ্ঞের জালিয়াতির চাল।"
হৃদয় গলিয়ে ঢাললাম রাজপুত্রদের জন্য,
বললাম, "পান করো এই মহিমান্বিত পান।"
তারা বলল, "তুমি কি আমাদের বংশের অপমান করো?
মহান পুরুষেরা কখনো থাকে না নিম্নগণ্য।"
হৃদয় গলিয়ে দিলাম শেষবার কবিদের জন্য,
বললাম, "এই তো প্রেম, পান করো তোমরা।"
তোমাদের সাজ ক্ষণিকেই নষ্ট হবে,
যদি প্রেম না জ্বালে অন্তরে আগুনের শিখা।
আমি ঘুরছি এই দুনিয়ায় ভালোবাসার পাত্র হাতে,
চারপাশের মানুষ ঠাট্টা করে আমার বিশ্বস্ততায়।
হতাশায় বেষ্টিত হয়ে বেছে নিলাম একাকীত্ব,
সেখানেই খুঁজি ভাঙা স্বপ্নের টুকরো।
আবার হৃদয় গলিয়ে দিলাম ভালোবাসার পাত্র,
নিজে তা পান করলাম চোখের জলের সঙ্গে।
দেখি হৃদয় হাসছে সেই পাত্রে,
পাবো শান্তি, গর্ব আর অভিমানী রূপে।
নিজের ঠোঁটে ধরলাম প্রেমের জল,
এখনো হৃদয়ে পূর্ণ সেই ভালোবাসার পাত্র।

RAFIQUL HASAN